গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি	ঃ	জনাব জাহিদ মালিক,এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	ঃ	২২-১১-২০১৬খ্রিঃ
সভার সময়	ঃ	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
সভার স্থান		মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সভার উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) সভাকে জানান যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনার পরিপ্রক্ষিতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ এবং বরাদ্দের বিপরীতে চলমান কার্যক্রমসমূহ সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য এ সভা আহ্বান করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো(MBF)-এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সভায় উপস্থাপন করেন এবং উক্ত মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নসহ অনুমোদনের প্রক্রিয়া সভাকে অবহিত করেন।

০২। আলোচনাকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানান যেহেতু ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে নতুন সেক্টর প্রোগ্রাম শুরু হবে সেহেতু আগামী অর্থ বছরের মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো(MBF) প্রণয়নের সময় বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে Equity, justice এবং Environment Friendly বিষয়াদি যাতে প্রতিফলিত হয় সে বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন যেহেতু আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিবেচনায় বয়স্ক মানুষের বিশেষ চিকিৎসার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া দেশের মানুষের মানষিক স্বাস্থ্যও যাতে ভালো থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

০৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন আমাদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া উচিৎ। যেখানে কাজের গুরুত্ব বেশী সেখানে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি হাসপাতালসমূহে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অর্থাৎ ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এবং নিয়ম অনুযায়ী আনুপাতিক হারে মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ মেরামত খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে। ঢাকার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালসহ সারাদেশে জেলা হাসপাতাল এবং উপজেলা হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে। পেট্রোল, বিদ্যুৎ, এ্যাম্বুলেন্স-এর জ্বালানী বাবদ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে যাতে সাধারন রোগীদের যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়। চলমান বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন কোন্ কোন্ খাতে বাজেট বরাদ্দ বর্তমানের বরাদ্দের চেয়ে বেশী প্রয়োজন এবং কোন্ খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় বেশী বরাদ্দ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার বিষয়ে বাজেট প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অধিকতর মনোযোগী হলে বাজেট ব্যবহার যৌক্তিক এবং সাশ্রয়ী হবে।

০৪। আলোচনাকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আরো জানান যে সকল স্বাস্থ্য স্থাপনা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে সেগুলো বার বার মেরামত না করে একই স্থানে ভবন পুনঃনির্মানের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কতটি ভবন/স্বাস্থ্য স্থাপনা আছে তার সংখ্যা নিরুপণ এবং এ সকল ভবনের মধ্যে কত সংখ্যক ভবন মেরামত প্রয়োজন এবং উক্ত মেরামতের জন্য কত টাকা প্রয়োজন এ সকল বিষয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৫। আলোচনাকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জানান তিনি ইতোমধ্যে তাঁর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি অর্থ বছরের বাজেট পর্যালোচনা শুরু করেছেন। তিনি সভাকে জানান বর্তমান বাজেটের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত ডাবল ষ্টার যুক্ত থাকায় বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হচ্ছে। এ সকল ডাবল ষ্টার যুক্ত খাতগুলো হতে ষ্টার তুলে নেয়া হলে বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম সহজতর হবে মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

০৬। সভায় উপস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ যথাযথ এবং সময়োপযোগী মর্মে মত প্রকাশ করেন এবং সভায় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম গৃহীত হলে দেশের জনসাধারণের কাঙ্খিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা যাবে মর্মে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ মতামত প্রদান করেন।

০৭। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক. আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নযোগ্য সেক্টর প্রোগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এ মন্ত্রণালয়ের মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে যাতে নতুনভাবে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে বাজেট বরাদ্দের সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়;

খ. বয়স্ক, মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতির বিষয়ে বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে;

গ. বাজেট বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান তাদের অনুকূলে প্রদত্ত বাজেট পর্যালোচনা করবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা এবং প্রাপ্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবে;

ঘ. স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতির চাহিদা, মেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা এবং বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে একটি তুলনামূলক চিত্র স্ব স্ব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

ঙ. স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে পেট্রোল, বিদ্যুৎ, এ্যাম্বুলেন্সের জ্বালানীসহ অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল বাবদ যথাযথ বাৎসরিক চাহিদা নিরুপণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

চ. অতি পুরাতন অর্থাৎ মেরামত অযোগ্য স্বাস্থ্য স্থাপনগুলোর তালিকা তৈরী করতে হবে এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী একই স্থানে ভবন বিশেষ করে FWC, CHC, CC রিকনষ্ট্রাকশন করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটে বরাদ্দের একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে;

ছ. ঢাকাসহ সারাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে;

জ. সরকারি হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, এমএসআর ক্রয় এবং যন্ত্রপাতি মেরামত-ইত্যাদি কাজ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য বর্তমানে বাজেটের ডাবল ষ্টার যুক্ত খাতসমূহ হতে ষ্টার প্রত্যাহরের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

ঝ. অর্থ বছরের শুরুতে সরকারি হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, এমএসআর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য Public Procument Rules-2008-এর বিভিন্ন ধাপগুলো আরো সংক্ষেপ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

০৮। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Zahid Malek

জাহিদ মালেক, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.১৩৯.১০৫.০০.০০.০১৫৫.২০১২/৬৮৩৯

তারিখঃ ২২-১২-২০১৫খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

(আবেদা আকতার)
উপসচিব
ফোন-৯৫১২২১২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট/সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। অধ্যক্ষ,----------মেডিকেল কলেজ,----------
৫। পরিচালক,----------মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,----------
৬। পরিচালক,----------
৭। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার,(উপসচিব) নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। তত্ত্বাবধায়ক, ৩০০শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নারায়নগঞ্জ
১০। ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী,ঢাকা।
১১। ----------

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।